বাচ্চাদের ভালো চরিত্র শেখানো

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية يؤدي إلى راحة البال

বাচ্চাদের ভালো চরিত্র শেখানো

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

বাচ্চাদের ভালো চরিত্র শেখানো

প্রথম সংস্করণ। 1 সেপ্টেম্বর, 2023।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিচের ছোট বইটিতে ভালো চরিত্রের কিছু দিককে সহজভাবে আলোচনা করা হয়েছে যাতে শিশুরা সহজে বুঝতে পারে এবং সেগুলোতে কাজ করতে পারে।

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে। জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 68 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

বাচ্চাদের ভালো চরিত্র শেখানো

রাগ

জামে আত তিরমিযী, 2020 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বারবার কাউকে রাগ না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

মুসলমানদের জন্য তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানুষ যখন রাগান্বিত হয় তখন অনেক পাপ ও অপরাধ ঘটে। যখনই একজন মুসলমান রাগান্বিত হয় তখন তাদের উচিত কথা বলা বন্ধ করা যতক্ষণ না তারা শান্ত হয়, কারণ রাগ করে বলা কথাগুলি সমস্যা এবং অনুশোচনার কারণ হতে পারে। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 245 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একজন রাগান্বিত মুসলমানের উচিত তাদের শরীরের অবস্থান পরিবর্তন করা যাতে তারা রাগান্বিত হয়ে কাউকে আঘাত না করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি তারা দাঁড়িয়ে থাকে, তবে তারা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বসতে হবে। সুনান আবু দাউদ, 4782 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এমন পরিস্থিতি এবং ব্যক্তি থেকে দূরে সরে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ যেটি এমন কিছু করার আগে যা একজন মুসলিমকে রাগান্বিত করে, যা সমস্যা সৃষ্টি করে। যখনই কোন ব্যক্তি রাগান্বিত হয়, তখন সে গরম হয়ে যায়, তাই একজন মুসলমানের উচিত নিজেকে শান্ত করার জন্য ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মুখ ধৌত করা বা এর চেয়ে উত্তম হল অযু করা। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4784 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী যখন কাজ বা কথা বলা হয় তখন রাগান্বিত হলে প্রত্যেকের জন্য সমস্যা হয়।

ডি অসুবিধা

পবিত্র কুরআন নিশ্চিত করেছে যে মুসলমানরা তাদের সারা জীবন সমস্যার সম্মুখীন হবে। সুতরাং, একজন মুসলমানের সমস্যার সম্মুখীন হওয়া নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মনোনিবেশ করা, তিনি যা আদেশ করেছেন তা পালন করে এবং গুনাহ ও তাকে রাগান্বিত করে এমন জিনিস থেকে দূরে থাকা। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, সহীহ মুসলিমের ৬৫৬১ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমানের যে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, এমনকি কাঁটা বিঁধে যাওয়ার মতো সামান্য কিছুও আল্লাহ। , মহান, তাদের কিছু গুনাহ মাফ করে তাদের মর্যাদায় উন্নীত করবেন। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান ধৈর্য্য ধারণ করে, অভিযোগ না করে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, প্রতিটি কঠিন সময়ে, মহান আল্লাহ তাদের এই পুরস্কার দেন। একজন মুসলমানের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়, বরং তাদের এটি করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।

সব কিছুর জন্য K indness

ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ৩৭৮ নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির কথা বলেছেন যে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে খাওয়ায় এবং এই ভালো কাজের কারণে মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। . মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যোগ করেছেন যে সকল প্রাণীর প্রতি সদয় হওয়া সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলাম মুসলমানরা শুধু মসজিদ নির্মাণের মতো বড় কাজ করতে চায় না বরং ইসলাম মুসলমানদের ছোট-বড় সব ভালো কাজ করার পরামর্শ দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একটি ভাল কাজ করে, ততক্ষণ তারা এর জন্য সওয়াব পাবে। মানে, কোয়ান্টিটির থেকে কোয়ালিটি ভালো। অতএব, মুসলমানদের সর্বদা ভাল কাজ করার চেষ্টা করা উচিত, বড় বা ছোট, কারণ তারা কখনই জানে না যে কোন কাজটি মহান আল্লাহ তাদের উভয় জগতের বরকত দান করবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ইসলাম যদি মুসলমানদেরকে পশুদের প্রতি সদয় হতে শেখায়, তবে এটি তাদের কখনই মানুষের ক্ষতি করার পরামর্শ দেবে না। মুসলমানদের উচিত তাদের উপেক্ষা করা যারা অন্যথা বলে এবং তারা মুসলিম হোক বা না হোক সকলের প্রতি সদয় হয়ে ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মতে এটাই একজন প্রকৃত মুসলমানের চরিত্র। সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আর অন্যান্য বিশ্বাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন

পবিত্র কুরআনের অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 108 মুসলমানদের অন্য ধর্মের শিক্ষাকে অসম্মান না করতে শেখায়, কারণ এটি তাদের মহান আল্লাহকে অসম্মান করতে পারে।

" এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকে তাদের গালি দিও না, পাছে তারা অজ্ঞতাবশত শত্রুতার বশবর্তী হয়ে আল্লাহকে অপমান করবে।"

একজন মুসলমানের অন্য ধর্মের শিক্ষাকে অসম্মান করা উচিত নয় কারণ এটি তাদের ইসলামকে অসম্মান করতে পারে। এর ফলে সমাজের অভ্যন্তরে শুধু সমস্যা ও বিদ্বেষ বাড়বে। ইসলাম সমাজের মধ্যে ভালোবাসার শিক্ষা দেয় ঘৃণা নয়।

একজন মুসলমানকে অন্যদের সাথে এমনভাবে কথা বলা উচিত যে তারা চায় যে লোকেরা তাদের সাথে কথা বলুক। অন্যথায়, কোন মুসলমান কাউকে খারাপ কথা বললে, তারা কেবল খারাপ কথাই বলবে।

একজন মুসলমান যদি অন্য ধর্মকে অসম্মান করে, তবে তারা মানুষকে ইসলাম থেকে আরও দূরে ঠেলে দেবে।

মানুষকে ইসলামের প্রকৃত শান্তিপূর্ণ শিক্ষা দেখানোর সর্বোত্তম উপায় হল অন্যদের সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করা, কারণ ইসলাম এটাই শিক্ষা দেয়।

এস পিকিং এবাউট অন্যদের

পবিত্র কুরআনের 24 নুর, 16 নং আয়াতে, আল্লাহ, মহান, মুসলমানদের শেখান যে তারা অন্য লোকেদের সম্পর্কে যে খারাপ কথা শুনে তাতে বিশ্বাস না করতে।

" এবং কেন, যখন আপনি এটি শুনেছিলেন, তখন আপনি বলেননি যে, "এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের জন্য নয়। আপনি মহান, [হে আল্লাহ], এটি একটি বড় অপবাদ?"

একজন মুসলিম অন্যদের সম্পর্কে যে খারাপ কথাগুলো শোনে তা সর্বদা উপেক্ষা করাই ভালো, এটা সত্য নয়। এমনকি যদি এটি সত্য হয় তবে একজন মুসলমানের এখনও অন্যদের সাথে এটি সম্পর্কে কথা বলা উচিত নয় কারণ এটি গীবত, যা একটি বড় পাপ। একজন মুসলমানের উচিত যে ব্যক্তি পরচর্চা করছে তাকে তা না করতে বলা উচিত, কারণ এটি একটি পাপ। গসিপিয়ার তাদের যা বলেছে তা তাদের বিশ্বাস করা উচিত নয় এবং অন্য লোকেদের জিজ্ঞাসা করে তাদের আরও তথ্য জানার চেষ্টা করা উচিত নয়। তারা যে ব্যক্তির সম্পর্কে গসিপ শুনেছে তার সাথে তাদের সম্মানের সাথে আচরণ করা উচিত, যেমন তারা চায় যে লোকেরা তাদের সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করুক।

মহান আল্লাহ পরচর্চা পছন্দ করেন না। একজন মুসলমানের উচিত তাদের নিজের কাজে মন দেওয়া এবং অন্যদের সম্পর্কে খারাপ কথা না বলা অন্যথায়, মহান আল্লাহ তাদের উপর রাগান্বিত হবেন।

এম অকিং এবং নেম কলিং

পবিত্র কুরআনের 49 নম্বর অধ্যায় আল হুজুরাত, 11 নং আয়াতে, মহান আল্লাহ মুসলমানদের একে অপরকে উপহাস না করার বা একে অপরকে অসম্মান না করার বা একে অপরকে খারাপ ডাকনাম না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

" হে ঈমানদারগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অন্য কোনো মানুষকে উপহাস না করে; সম্ভবত তারা তাদের চেয়ে ভাল হতে পারে; নারীরা যেন অন্য নারীদের উপহাস না করে; সম্ভবত তারা তাদের চেয়ে ভাল হতে পারে। এবং একে অপরকে অপমান করবেন না এবং একে অপরকে [আপত্তিকর] ডাকনামে ডাকবেন না। ঈমানের পরে অবাধ্যতার নাম [অর্থাৎ উল্লেখ] নিকৃষ্ট। আর যে তওবা করে না, তারাই জালেম।"

তামাশা হলেও অন্যদের নিয়ে মজা করবেন না, কারণ রসিকতা খুব দ্রুত গুরুতর হয়ে উঠতে পারে। এইভাবে বেশিরভাগ মারামারি শুরু হয় এবং বেশিরভাগ সময় যখন লোকেরা একে অপরের সাথে ঠাট্টা করে তখন তারা মিথ্যা বলে শেষ করে, যা একটি পাপ, এমনকি তা একটি রসিকতা হলেও। নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর একটি হাদিস, যারা তিনবার রসিকতা করার সময় মিথ্যা বলে তাদের উপর অভিশাপ করেছেন। এই হাদিসটি জামি আত তিরমিযী, 2315 নম্বরে পাওয়া যায়। একে অপরের সাথে মজা করার মাধ্যমে ভাল বন্ধু একে অপরকে ঘৃণা করতে পারে।

মুসলমানদের একে অপরকে অসম্মান করা উচিত নয়, বিশেষ করে খারাপ ভাষা ব্যবহার করা, কারণ এটি একটি পাপ। শুধুমাত্র সত্য কথা বলার সময় তাদের একে অপরের সাথে মজা করা এবং তামাশা করা উচিত। সত্যিকারের বন্ধুরা এটাই করে। যেভাবে একজন মুসলিম পছন্দ করে না যে কেউ তাদের অসম্মান করে, তাদের অন্যদের অসম্মান করা উচিত নয়।

একে অপরকে খারাপ ডাকনাম দেবেন না, কারণ এটি তর্ক এবং মারামারিও হতে পারে। এটি মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বও ভেঙ্গে দিতে পারে। পরিবর্তে, একে অপরকে সুন্দর ডাকনাম দিন বা তার চেয়ে ভাল হল তাদের কাছে ব্যক্তির নাম বলা। একজন মুসলমানের নাম সুন্দর এবং বলা উচিত।

একটা অহংকার

পবিত্র কুরআনের 18 নং আয়াতে লুকমান 31 অধ্যায়ে, মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে অহংকার না করার জন্য সতর্ক করেছেন।

" এবং মানুষের দিকে [অপমানে] গাল ঘুরিয়ে দিও না এবং পৃথিবীতে উচ্ছ্বসিতভাবে বিচরণ করো না। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ সকলকে আত্মপ্রতারিত ও অহংকারী পছন্দ করেন না।

এটি তখনই হয় যখন কেউ মনে করে যে তারা অন্যদের চেয়ে ভাল কারণ তাদের কাছে এমন কিছু আছে যা অন্যদের কাছে নেই, যেমন বেশি টাকা বা একটি সুন্দর গাড়ি। অহংকারী ব্যক্তিও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন কেউ তাদের এটি বলে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা নিজেরাই ভাল জানে। একজন মুসলমানের তাদের যা কিছু আছে তার জন্য কখনই অহংকার করা উচিত নয়, কারণ তাদের যা কিছু আছে যেমন একটি সুন্দর গাড়ি, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন। সুতরাং প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ। মহান আল্লাহর মালিকানাধীন কোনো বিষয়ে অহংকার করা মূর্খতা এবং শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে রাগান্বিত করবে। কেউ যদি অহংকার করে, তাহলে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের যা আছে তা কেড়ে নিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দিতে পারেন।

একজন মুসলমানের সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত এবং অহংকারী হওয়ার পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানানো উচিত, তিনি তাদের

এই জিনিসটি দিয়েছেন। এটি করার সর্বোত্তম উপায় হল মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে জিনিসটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা।

নষ্ট করো না

পবিত্র কুরআনের 26 নং আয়াত আল ইসরা অধ্যায়ে, মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে তাদের অর্থ অপচয় না করতে বলেছেন।

"... এবং অযথা ব্যয় করো না।"

ইসলাম মুসলমানদের লোভী হতে বা তাদের সমস্ত অর্থ ব্যয় করতে শেখায় না। পরিবর্তে, তাদের উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত। একজন ব্যক্তির যা কিছু প্রয়োজন, যেমন খাদ্য, পোশাক এবং অন্যান্য জিনিসের জন্য ব্যয় করা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু খরচ করার সময় যুক্তিসঙ্গত জিনিস কেনা জরুরী। অর্থ, জিনিসটি খুব বেশি দামি হওয়া উচিত নয় এবং এটি খুব সস্তাও হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যখন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন নেই এমন জিনিসগুলির কথা আসে, একজন মুসলমানের শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলি কেনা উচিত বিশেষ অনুষ্ঠানে, যেমন জন্মদিন বা যখন একজন ছাত্র স্কুল পরীক্ষায় ভালো করে। কিন্তু তারপরও, এটি একবারে একবার করা উচিত, সব সময় নয়। যদি একজন মুসলিম এটা করে, তাহলে তারা লোভ এবং অপচয়ের মধ্যে একটি ভাল ভারসাম্য খুঁজে পাবে। ইসলাম এটাই শিক্ষা দেয়।

অনুগ্রহ আউট সি না

পবিত্র কুরআনের 264 নম্বর অধ্যায় আল বাকারাহ, আল্লাহ, মহান, মুসলমানদের সতর্ক করেছেন যে তারা মানুষের জন্য যে উপকার করে তা গণনা করবেন না, কারণ এর ফলে পুরস্কার বাতিল হয়ে যায়।

" হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

অন্যদের, মুসলিম এবং অমুসলিমদের ভালো কাজে সাহায্য করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অন্যদের সাহায্য করার পর, একজন মুসলিম অন্য লোকেদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত নয় যে তারা তাদের সাহায্য করেছে। এর ফলে পুরস্কার বাতিল হয়ে যায়। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য মুসলমানদের অবশ্যই ভালো কাজ করতে হবে। যদি একজন মুসলিম ভালো কাজ করে, যেমন অন্যদের সাহায্য করা, তবে তাদের আশা করা উচিত এবং আশা করা উচিত, মহান আল্লাহ তাদের এর জন্য পুরস্কার দেবেন। কিন্তু যদি তারা অন্যদের জন্য তারা যে উপকার করে তা গণনা করে তবে এটি প্রমাণ করে যে তারা মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য এটি করেনি, তাই তারা কোন পুরস্কার পাবে না।

মনে রাখবেন, ভালো কাজে অন্যদের সাহায্য করুন কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের আশা করুন, মানুষ নয়, অন্যথায় একজন ব্যক্তি কেবল তাদের সময় এবং প্রচেষ্টা নষ্ট করবে।

এফ অন্যদের ক্ষমা করুন

পবিত্র কুরআনের 24 নুর অধ্যায়ে, মহান আল্লাহ মুসলমানদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ শেখান।

"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

মানুষ যদি ভুল করে, তাহলে মুসলমানদের জন্য মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের ক্ষমা করা গুরুত্বপূর্ণ, তারা ক্ষমা চায় বা না চায়। এর ফলে মহান আল্লাহ মুসলিমকে ক্ষমা করবেন।

কেউই নিখুঁত নয়, একজন ব্যক্তি যেভাবে ভুল করে, অন্যরাও একইভাবে ভুল করে। যেভাবে একজন মুসলমান চায় আল্লাহ, মহান এবং লোকেরা তাদের ক্ষমা করুক, তাদের উচিত মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য অন্যকে ক্ষমা করতে শেখা।

মুসলমানদের সাথে তাদের আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা অন্যদের দ্বারা আচরণ করতে চায়। এটা সহজ, যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহর রহমত চায়, তাহলে তাদের উচিত অন্যদের প্রতি করুণাময় ও সদয় হওয়া। সহীহ বুখারি 6655 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এবং যদি তারা

মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা পেতে চায় তবে তাদের অন্যকে ক্ষমা করতে শিখতে হবে।

H onour বৃদ্ধ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে যারা যুবকদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের সম্মান করে না তারা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই হাদিসটি সুনানে আবু দাউদ, 4943 নম্বরে পাওয়া যায়।

যারা ছোট তাদের প্রতি সদয় হওয়া জরুরী। মুসলমানদের অবশ্যই অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করে তাদের জন্য একটি ভাল উদাহরণ স্থাপন করতে হবে।

প্রত্যেকের প্রতি সর্বদা সম্মান দেখানো গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যারা বয়স্ক। তারা মুসলিম হোক বা না হোক তাতে কিছু যায় আসে না। একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের কাছ থেকে শুনতে হবে এবং শিখতে হবে যতক্ষণ না তারা শেখানো জিনিসটি ভাল হয়।

এই হাদিসটি দেখায় যে একজন ভাল মুসলমান কেবল প্রার্থনা এবং উপবাসই করে না বরং তারা সকলের সাথে সদয় এবং সম্মানের সাথে আচরণ করে। এটি একজন পরিপূর্ণ মুসলিম।

আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা খুশি

ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, হাদিস নম্বর 2, মুসলমানদের তারা যা করছে তা ভাল না খারাপ তা জানার একটি ভাল উপায় শেখায়। এই হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর খুশি পিতা-মাতার খুশিতে এবং মহান আল্লাহর রাগ পিতা-মাতার ক্রোধের সাথে নিহিত। সুতরাং কোন মুসলমান যদি নিশ্চিত না হয় যে তারা যা করছে তা মহান আল্লাহকে রাগান্বিত বা খুশি করবেন, তাহলে তাদের কল্পনা করা উচিত যে তাদের পিতামাতা তাদের আচরণে খুশি বা রাগান্বিত হবেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহ একইভাবে অনুভব করবেন। . যদি কোন মুসলমান মনে করে যে তাদের অভিভাবক তাদের কর্মে রাগান্বিত হবেন, তাহলে তাদের তা করা বন্ধ করা উচিত। যদি তারা সৎভাবে মনে করে যে তাদের অভিভাবক তাদের আচরণে খুশি হবেন, তাহলে তারা এটি চালিয়ে যেতে পারেন।

লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ

পবিত্র কুরআনের 58 অধ্যায় আল মুজাদিলা, আয়াত 9, আল্লাহ, মহান, মুসলমানদের বলেন যে যখন তারা তাদের পরিবার এবং বন্ধুদের মত মানুষের সাথে মিলিত হয়, তখন তাদের উচিত শুধুমাত্র এমন ভাল কথা বলা এবং করা যা মহান আল্লাহকে খুশি করে।

" হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা একান্তে কথা বল, তখন পাপ, আগ্রাসন এবং রসূলের অবাধ্যতার কথা বলো না, বরং ন্যায় ও তাকওয়ার কথা বল।

তারা এমন খারাপ কথা বলা বা করার জন্য মিলিত হওয়া উচিত নয় যা মহান আল্লাহকে রাগান্বিত করে। সমস্ত মুসলমানদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তারা গোপনে লোকেদের সাথে দেখা করলেও তাদের পরিবার তাদের চেনে বা দেখে না, মহান আল্লাহ সর্বদা তাদের দেখেন এবং শোনেন। তাই যখনই তারা অন্যদের সাথে মিলিত হয় তাদের কেবল সেই জিনিসগুলিই বলা বা করা উচিত যা ভাল।

খারাপ কথা বলা এবং করা শুধুমাত্র এই পৃথিবীতে ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়, যেমন পুলিশের সাথে ঝামেলা। একজন ব্যক্তির বন্ধুরা পুলিশের সাথে ঝামেলায় পড়লে তাদের সমর্থন করবে না। তারা পালিয়ে যাবে এবং তাদের একা শাস্তি ভোগ করতে ছেড়ে দেবে। খারাপ কথা বলা ও করা পরলোকেও কষ্ট দেয়। যদি একজন মুসলমান এই পৃথিবীতে এবং পরকালে সুখী হতে চায়, তবে তাদের নিশ্চিত হওয়া উচিত যে তারা কেবল তখনই কথা বলে এবং ভাল জিনিস করে

যখন তারা তাদের পরিবার এবং বন্ধুদের মতো অন্য লোকেদের সাথে দেখা করে।

P ower of Words

আল মুমিনুন অধ্যায়ে 23, পবিত্র কুরআনের 1-3 আয়াতে, মহান আল্লাহ, খারাপ বা অপ্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহার না করার গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন।

" অবশ্যই মুমিনরা সফলকাম হবে ... আর যারা খারাপ কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।"

মানুষের অধিকাংশ পাপ কথার কারণে হয়। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপদেশ মেনে চলা, যা সহীহ মুসলিমের 176 নম্বর হাদিসে লিপিবদ্ধ আছে, যা হয় ভাল কথা বলা বা চুপ থাকা। একজন মুসলমান অন্য লোকেদের অনুলিপি করা উচিত নয় যখন তারা খারাপ কথা বলে বা এমনকি তাদের খারাপ শব্দের সাথে উত্তর দেয়, কারণ এটি কেবল তাদের সাথে কথা বলার মতো খারাপ করে তোলে।

সদয় কথা বলা উত্তম কারণ এর ফলে মহান আল্লাহ খুশি হন এবং লোকেরাও তাদের সম্মান করবে। এটি ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে।

এছাড়াও, কথা বলার আগে সর্বদা চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একজন ব্যক্তি খারাপ কিছু বলতে পারে, যা তাদের কষ্ট এবং অনুশোচনার কারণ হয়। তাই কথা

বলার আগে সবসময় চিন্তা করুন এবং কথাগুলো ভালো এবং সহায়ক হলেই বলুন।

আর এপে ফেভারস

ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, 215 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে অন্যদের দ্বারা তাদের প্রতি করা কোনো উপকারের প্রতিদান দিতে বলেছেন। তাদের ন্যূনতম যা করা উচিত তা হল তাদের ধন্যবাদ।

অনুগ্রহ শোধ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি অন্যদের দেখায় যে একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি যা করেছে তার প্রশংসা করে। মহান আল্লাহ, বিশ্বজগতের প্রভু, এবং তিনি এখনও তাঁর বান্দাদের প্রশংসা করেন যখন তারা তাঁর আনুগত্য করে। তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদেরও প্রশংসা করা। যদি একজন মুসলমান কিছু ফেরত দিতে না পারে তবে তাদের অন্তত তাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত, কারণ এটি ভাল আচরণের একটি অংশ। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মুসলমানের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, তবে তার উচিত সবসময় তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা। এটি তাদের ধন্যবাদ জানানোর একটি অংশ। এমনকি যদি কেউ একজন মুসলমানের প্রতি খারাপ আচরণ করে, তবুও তাদের উচিত তাদের সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করা, কারণ এই উত্তম জবাব মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যিনি তাদের খারাপ আচরণ থেকে রক্ষা করেছেন।

তুমি কি দাও

সহীহ বুখারী, 5973 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মহাপাপ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এটি তখনই হয় যখন কেউ তার নিজের বাবা-মাকে অপমান করে। এটি ঘটে যখন একজন মুসলমান অন্য কারো পিতামাতাকে অপমান করে এবং প্রতিক্রিয়া হিসাবে অন্য ব্যক্তি তার পিতামাতাকে অপমান করে। কারণ তারা তাদের অভিভাবকদের অপমানিত হওয়ার কারণ ছিল, তাদের দোষ দেওয়া হবে।

মুসলমানদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ যে কখনই অন্য লোকেদের বা তাদের প্রিয়জনকে অপমান করবে না কারণ এটি শুধুমাত্র তাদের এবং তাদের প্রিয়জনকে অপমান করবে। একজন মুসলিমকে সবসময় অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা ব্যবহার করতে চায়। যদি একজন মুসলমান না চায় যে লোকেরা তাদের প্রিয়জনকে অপমান করবে, যেমন তাদের পিতামাতা, তাহলে তারা অন্য লোকেদের এবং তাদের প্রিয়জনকে অপমান করবে না। যদি একজন মুসলিম সদয়ভাবে কথা বলে এবং অন্যদের এবং তাদের প্রিয়জনের প্রতি সম্মান দেখায়, তাহলে লোকেরা তাদের এবং তাদের প্রিয়জনের প্রতি সদয়ভাবে কথা বলবে এবং সম্মান প্রদর্শন করবে। কেউ যা দেয় তাই পায়। এটা যে সহজ.

বাইরে সামাজিকীকরণ

ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, 1149 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পাবলিক রাস্তায় বন্ধুদের সাথে দেখা করা এবং সময় কাটানোর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। তবে তিনি আরো বলেন, জনগণের যদি অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা না থাকে তাহলে তাদের উচিত সড়কের অধিকার পূরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে সঠিক পথে হারিয়ে যাওয়া লোকদের পথপ্রদর্শন করা। এর মানে হল যে জনসাধারণকে যে কোনও উপায়ে সাহায্য করা উচিত এবং কখনও তাদের কোন সমস্যা বা ক্ষতি না করা।

তাদের উচিত অন্যদের কাছে শান্তির ইসলামী অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া। এর অর্থ হল, তারা তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্যদেরকে শান্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে শান্তির ইসলামী অভিবাদনের পূর্ণ শর্ত পূরণ করবে।

মানুষের উচিত খারাপ জিনিসের দিকে দৃষ্টি নামান। এর মধ্যে রয়েছে তাদের শরীরের প্রতিটি অংশকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে তারা তাদের জিহ্বা, চোখ এবং কানের মাধ্যমে পাপ না করে।

হাদিসে সর্বশেষ যে বিষয়ের উপদেশ দেওয়া হয়েছে তা হলো, মানুষ যেন অন্যকে ভালো কাজ করার এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেয়। যখনই তারা তাদের বন্ধুদের সাথে দেখা করে, বিশেষ করে যখন তারা বাইরে একসাথে সময় কাটায় তখন মুসলমানদের জন্য এই পরামর্শটি পালন করা গুরুত্বপূর্ণ।

এস আবেদন

জামে আত তিরমিযী, 3604 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে বলেছেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের যা চান তা দিয়ে বা তাদের জন্য নিরাপদে রেখে প্রত্যেকের প্রার্থনা কবুল করেন। অতঃপর বা তাদের পাপ দূর করা, যতক্ষণ না তারা যা চাইছে তা পাপ নয় এবং যতক্ষণ না তারা দুআ করা ছেড়ে দেয়।

মুসলমানদের জন্য সর্বদা মহান আল্লাহর কাছে সমস্ত ভাল জিনিসের জন্য প্রার্থনা করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি সমস্ত নবী-রাসূলগণের ঐতিহ্য। একজন মুসলমানের কখনই খারাপ কিছু চাওয়া উচিত নয়, কারণ এটি একটি পাপ। নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাড়া দেওয়ার গ্যারান্টি দিয়েছেন বলে সাড়া না পেলে তাদের কখনোই হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের জন্য সর্বোত্তম যা দিবেন, তাই একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর পছন্দের উপর আস্থা রাখা।

টি খাওয়া অন্যদের

ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 375 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সেই লোকদের প্রতি দয়া করেন না যারা অন্যের প্রতি দয়া করে না।

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। একজন যা দেয়, তাই তারা পাবে। যদি একজন ব্যক্তি অন্যদের সাথে করুণা ও দয়ার সাথে আচরণ করে, তবে আল্লাহ, মহান এবং মানুষ তার সাথে করুণা ও দয়ার সাথে আচরণ করবেন। মহান আল্লাহর এই রহমত ব্যতীত, তারা কখনই ইহকাল বা পরকালে যে ভাল জিনিসগুলি কামনা করে তা অর্জন করতে পারে না। যদি একজন মুসলমান অন্যের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, তাহলে মহান আল্লাহ এবং মানুষ তার সাথেও খারাপ ব্যবহার করবে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ইসলাম মানুষকে সব মানুষের সাথে, মুসলিম, অমুসলিম এমনকি পশুদের সাথে সদয় আচরণ করতে শেখায়। এটি করার সর্বোত্তম উপায় হল লোকেদের সাথে একইভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা অন্যদের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

T wo-মুখী

দুমুখো হওয়া খারাপ চরিত্রের লক্ষণ। দ্বিমুখী হওয়া হল যখন একজন ব্যক্তি কাউকে খুশি করার জন্য একটি কথা বলে এবং তারপরে তাকে খুশি করার জন্য অন্য ব্যক্তির কাছে বিপরীত কথা বলে। তারা এইরকম আচরণ করে কারণ তারা অন্য লোকেদের কাছ থেকে কিছু চায়, যেমন তাদের বন্ধুত্ব, এবং এর কারণে তারা সবাইকে খুশি করার জন্য মিথ্যা বলে। একজন মুসলমানের কখনোই এমন আচরণ করা উচিত নয়। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমান মানুষকে বিরক্ত করবে বরং এর অর্থ হল একজন মুসলমানের উচিত সত্য এবং যা ভাল তা বলা উচিত বা তাদের চুপ থাকা উচিত। বিভিন্ন ধরণের লোককে খুশি করার জন্য তাদের কথা বা আচরণ পরিবর্তন করা উচিত নয়। দুই মুখের ব্যক্তি যখন তাদের সম্পর্কে সত্য জানতে পারে তখন তার কোন বন্ধু থাকবে না, যা তারা সবসময় করে। আর এই ব্যক্তি পরলোকেও কষ্ট পাবে। তাই সর্বদা সৎ থাকা বা নীরব থাকাই উত্তম।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক: https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন: https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন: http://shaykhpod.com/subscribe